তথ্য অধিকার-সুশাসনের অঙ্গীকার

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০২ সালের এই দিনে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আন্দোলন কর্মীগণ একটি কর্মশালায় মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন থেকে প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ গুরুত্বের সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে।

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর অনেক দেশেই এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ ধারায় প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও প্রকাশ করার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহিত ৫৯(১) নম্বর প্রস্তাবে তথ্য জানার অধিকারটি জাতিসংঘের অনুমোদিত সকল মৌলিক স্বাধীনতার অঙ্গীকার পূরণের চাবিকাঠি হিসেবেও ঘোষিত হয়েছে।

সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী প্রক্রিয়ায় বহু দেশে জনগণকে তথ্য প্রদানের অধিকারটি নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার এবং ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও বর্তমানে দেশে এমন কয়েকটি আইন আছে যেগুলো অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী। যেমন অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩, দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২, দ্য পেনাল কোড, দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৯৬০, দ্য রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬, গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস ১৯৭৯ প্রভৃতি। এ আইনগুলো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার বা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইন ছাড়া এতগুলো আইনী বাধা পেরিয়ে এসব তথ্য জনগণের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

অনেক দেশে আলাদাভাবে আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে জনগণের তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ৬২টি দেশে বর্তমানে এরূপ তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে একটি জোরালো জনমতও সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ আইন কমিশন ২০০২ সালে এ বিষয়ে একটি খসড়া কার্যপত্র প্রস্তাব করলেও গত পাঁচ বছরে তার উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। বিভিন্ন সংগঠন গত কয়েক বছর ধরে দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। আইন কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়ার ওপর ভিত্তি করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি খসড়া তথ্য অধিকার আইন রচনা করেছে। টিআইবি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি বর্তমান আইন উপদেষ্টার নিকট খসড়াটি উপস্থাপন করলে তিনি আইনটি প্রণয়নের ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেন।

তথ্যের আবদ্ধতায় জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়তই শিকার হয় দুর্নীতি, শোষণ ও প্রতারণার। সরকারি কর্মকর্তাদের কার কী দায়-দায়িত্ব, নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো কী কী, কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ আছে, তা কীভাবে খরচ করার কথা, খরচ হচ্ছে কীভাবে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কী আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কোন প্রক্রিয়ায় ও কিসের ভিত্তিতে এবং কীভাবে - এসব তথ্য যদি জনগণ জানতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া কঠিন হবে। জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা বাড়বে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠা হবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা। একই সাথে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত লাভজনক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের তথ্যও জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যবস্থায় এসব তথ্য সাধারণ জনগণ সহজে জানতে পারে না। তথ্য অধিকার আইন পাশ করা হলেও এর পাশাপাশি বর্তমানে যেসব আইন ও বিধি অবাধ তথ্যপ্রবাহে বাধা সৃষ্টিকারী সেগুলো বাতিল, পরিবর্তন কিংবা সংশোধন করতে হবে। তা না হলে জনগণের তথ্য জানার অধিকার পুরোপুরি নিশ্চিত হবে না।

দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ প্রণয়ন করার ব্যাপারে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জনগণের প্রত্যাশা। বর্তমান সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আইনী সংস্কার, নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর এরূপ বেশ কিছু মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। তবে একই সাথে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে ব্যর্থ হলে উল্লিখিত সংস্কারসমূহের যথার্থতা ও কার্যকারিতা কঠিন হয়ে পড়বে।

সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আইনটি যাতে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার। আইনের সুফল যাতে জনগণ পায় সে লক্ষ্যে সরকারের তথ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন প্রয়োজন। তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সরকারি অফিসগুলোকে আধুনিকায়ন করাও জরুরি, যাতে জনগণ প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত পেতে পারে।

আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি - বেসরকারি সংস্থাকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। তথ্যের অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে যখন সাধারণ জনগণ সচেতন হবে, তখনই তাঁরা এর সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে ও বাস্তব প্রয়োগে সরকার যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।